বাংলাদেশ দূতাবাস
১১/বি, থান লুইন রোড, কামাউত টাউনশিপ
ইয়াংগুন, মিয়ানমার
ফোন: ০১-৭৫১৫২৭৫, ০১-৭৫২৬১৪৪ ফ্যাক্স: ০১-৭৫১৫২৭৩
ই-মেইল: mission.yangon@mofa.gov.bd

Embassy of the People's Republic of Bangladesh
11/B, Than Lwin Road, Kamayut Township
Yangon, Myanmar
Phone: 01-7515275, 01-7526144 Fax:01-7515273
e-mail: mission.yangon@mofa.gov.bd
০৫ আগস্ট ২০২৩

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

মিয়ানমারে যথাযথ মর্যাদায় শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৪ তম জন্মবার্ষিকী পালিত

আজ বাংলাদেশ দূতাবাস ইয়াঙ্গুনে স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র, বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এঁর ৭৪ তম জন্মবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদায় উদযাপিত হয়। আয়োজিত অনুষ্ঠানসূচির মধ্যে ছিল শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের প্রতিকৃতিতে রাষ্ট্রদূতের শ্রদ্ধাঞ্জলি, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ, শেখ কামালের জীবনীভিত্তিক তথ্যচিত্র প্রদর্শন, আলোচনা সভা এবং বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত।

মিয়ানমারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন পি.এইচ.ডি আলোচনা পর্বে তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালসহ ১৯৭৫ সালের কালরাতে নির্মমভাবে নিহত পরিবারের সকল শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এছাড়াও তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লক্ষ শহিদের রুহের মাগফেরাত কামনা ও সকল মুক্তিযোদ্ধার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শহিদ শেখ কামালের কর্মময় জীবনের উপর আলোকপাত করে তিনি বলেন যে, বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী শেখ কামাল কেবল একজন দেশপ্রেমিক বীর মুক্তিযোদ্ধাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাঙালির সংস্কৃতি ও ক্রীড়াক্ষেত্রের এক বিরল প্রতিভাবান সংগঠক ও উদ্যোক্তা। অভিনয়, সংগীত চর্চা, বিতর্ক, উপস্থিত বক্তৃতাসহ শিল্পকলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি তাঁর মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। ক্রীড়া ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে তিনি বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছেন। রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের ক্রীড়া জগতে আধুনিক ধারা আনয়নে শেখ কামালের সাংগঠনিক দক্ষতা ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার বিশেষ অবদানের কথা তুলে ধরেন। শহিদ শেখ কামালের চারিত্রিক গুণাবলী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাষ্ট্রদূত আরো বলেন যে শেখ কামাল ছিলেন একজন আত্মবিশ্বাসী তরুণ যিনি খুব সহজেই সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে মিশে যেতে পারতেন। দেশের প্রতি তার নিবেদন ও অবদান স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই দৃশ্যমান ছিলো। রাষ্ট্রদূত আশা করেন, শেখ কামাল তার মেধা ও রুচির প্রয়োগ ঘটিয়ে তরুণ প্রজন্মকে যে সুন্দর সম্ভাবনার পথ দেখাতে চেয়েছিলেন, আজকের যুব সমাজের কাছে তা অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। একইসাথে রাষ্ট্রদূত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের চলমান উন্নয়ন অভিযাত্রার কথা তুলে ধরে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রবাসী বাংলাদেশীসহ সকলের সঙ্গে একযোগে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন

দূতাবাসের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মিয়ানমারে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীরাও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা সভায় বক্তাগণ শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের তারুণ্যদীপ্ত ও কর্মময় জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ের কথা উল্লেখ করে তাঁর দেশপ্রেম, বহুমুখী প্রতিভা, দেশের স্বাধীনতা ও স্বাধীন বাংলাদেশ বিনির্মাণে তাঁর অসামান্য অবদানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের শেষভাগে শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকের বুলেটে নির্মমভাবে শাহাদতবরণকারী সকল শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। অনুষ্ঠানে মিয়ানমারে বসবাসরত বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ এবং দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে আমন্ত্রিত অতিথিদের আপ্যায়িত করা হয়।

Embassy of the People's Republic of Bangladesh ★ YANGON ★